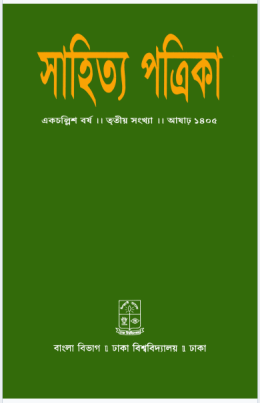

Vol. 41 | No. 3 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধুসুদনের বিশ্ব

Volume	41
Issue	3
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	June 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i3.6
Pages	213-215
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-সমালোচনা

মোবাশ্বের আলী – মধুসূদনের বিশ্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা – ১৭০, মূল্য – ৬০.০০ টাকা মাত্র।

মোবাশ্বের আলী প্রবীণ লেখক। তিনি দীর্ঘকাল ধরে লেখালেখি করে আসছেন – তাঁর গ্রন্থরাজির তালিকা দেখলে তা বোঝা যায়। দেশ-বিদেশের সাহিত্য আলোচনা-গবেষণা তাঁর মুখ্য বিষয়। দেশের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে তিনি এরূপ গ্রন্থ রচনা করেছেন— রবীন্দ্রনাথের ওপর দুটি, নজরুলের ওপর তিনটি এবং মধুসূদনের ওপর দুটি গ্রন্থ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে গ্রিসের ধ্রুপদী সাহিত্য-সমালোচনা—এ-সম্বন্ধে তাঁর পাঁচখানি গ্রন্থ আছে। এছাড়াও বৃটেনের শেলী, রাশিয়ার বরিস পাস্তেরনাক, ইতালির প্লুটার্ক ; এমন কি বিশ্বের সেরা শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-ও তাঁর সমালোচনার পাত্র নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সাহিত্য-শিল্পের উচু মার্গে-ই বিচরণ করেছেন।

মধুসূদন মহাকবি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, নজরুল জাতীয় কবি— এই তিন বৃত্তে তিনজন বড় কবির পরিচয় আছে ; কেউ কারও বৃত্ত অতিক্রম করেননি। মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সফল মহাকবি ; হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ মহাকাব্য লিখেছেন— তাঁদের সকলের সীমিত সাফল্য। মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্যের হোমার, সফোক্লিস, মিল্টন, ভার্জিল, তাসো প্রমুখ। কেবল বিষয় আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ নয়, মহাকাব্যের আত্মার (spirit) ক্ষেত্রেও তিনি এঁদের কাছে ঋণী। নাটক রচনায় শেকস্‌পিয়ার, পত্রকাব্য রচনায় ওভিদ, সনেট রচনায় পেত্রার্ক মধুসূদনের আদর্শ। পাশ্চাত্যের প্রেরণা ও অনুসরণ যতই থাক, মধুসূদনের কাব্যিক চেতনা ও অভিভবের শিকড় স্বীয় দেশ-কাল-ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত। তিনি অবতার রামচন্দ্র অপেক্ষা স্বাধীনচেতা রাবণকে জিতিয়ে দিয়েছেন, তার মূল কারণ পরাধীন স্বদেশবাসীকে জাগানো। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অধিকার সচেতন ও যুক্তিপরায়ণা। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলাও সাহসিনী বীর রমণী। নারীর জাগরণ ও মুক্তি মধুসূদনের কাম্য ছিল। এভাবে মধুসূদন সমকালের ও আগামী কালের জাতির স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা অতীব তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন। তাঁর রচনায় ভারতের অতীত ঐতিহ্য আছে, কিন্তু অতীতের আবেগ ও চেতনা অস্বীকৃত হয়েছে। তাঁর কাব্যালোক পাশ্চাত্যের ভাবরসে জায়মান হয়ে সমকালকে স্পর্শ করে

ভবিষ্যতের দিকে চলে গেছে। তিনি স্ব-যুগের সৃষ্টি হয়েও নবযুগের স্রষ্টা ছিলেন।

'মধুসূদনের বিশ্ব' প্রকৃতপক্ষে তার 'শৈল্পিক মনোবিশ্ব'। আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন বিশ্বের নানা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে নানা উপাদান-উপকরণ নিয়ে কাব্য-মহাকাব্য-নাটক-প্রহসন রচনা করেছেন। লেখক মধুসূদনের বিশ্ব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা এরূপ :

> বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের এক বিপুল বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। সেই বিশ্বের ব্যাপ্তি স্থানিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের রাণী ঢাকা থেকে শুরু করে সমগ্র ভারতভূমি, সিহল দ্বীপ, মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্কের অন্তর্গত পুরাকালের ট্রয়নগরী, গ্রীসদেশ, ইতালি, ফরাসি দেশ ও ইংল্যাণ্ড— যে ইংল্যাণ্ডে সেক্সপীয়র ও মিল্টন জন্মেছেন ; আবার কালিক দিক দিয়ে এই বিশ্বের যাত্রা শুরু খ্রিস্টপূর্ব তের শতকের গ্রীসের মাইসিলিয়ান সভ্যতার শেষ পর্যায়ে এবং প্রায় সমসাময়িক কালের ভারতীয় আর্য সভ্যতা থেকে।

'মধুসূদনের বিশ্ব' সম্পর্কে মোবাশ্বের আলীর আরও ব্যাখ্যা :

> আবার এই বিশ্বে হিন্দু মুসলমান এবং য়ুরোপীয় এই ত্রিস্রোতা ঐতিহ্যকে মধুসূদন আশ্চর্য প্রতিভাবলে একত্রী বা স্বীকরণ করে বাঙালি জীবনে ঐতিহ্যের নবতর ধারা সৃষ্টি ... করতে সমর্থ হয়েছেন। ... বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক মানুষ মধুসূদন বাঙালির চিত্তমুক্তি ও জাগরণ ঘটিয়েছেন।

আর এখানেই মধুসূদন স্ব-কালকে অতিক্রম করে চিরন্তনের মহিমা আরোপ করেছেন। নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারে বেশি উদার ও দক্ষ ছিলেন। খ্রিস্টান ঐতিহ্যও তিনি উপেক্ষা করেননি, কিন্তু পরিমাণে কম। মধুসূদন হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান বিশ্বে উদারভাবে অকাতরে পরিভ্রমণ করেছেন। আমরা একেই মধুসূদনের 'মনোবিশ্ব' বলেছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, বিশ্ব-বীজ থেকে উৎস আহরণ না করলে বাংলা সাহিত্যের গতি রুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। মধুসূদন এ-কাজটি প্রথমে সফলভাবেই করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, তেমনি সাহিত্যজীবনে মনের সব কটি জানালা খুলে দিয়েছিলেন – বাইরের আলো- বাতাস লেগে তা প্রফুল্ল হয়েছে, প্রস্ফুটিত হয়েছে। মধুসূদনের উচ্চ শিক্ষা, বিশেষ করে, বহু ভাষা শিক্ষা তাঁর মনের দুয়ার খুলে দিতে ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সহায়ক হয়েছিল। কমবেশি এক ডজন ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন।

মোবাশ্বের আলীর গ্রন্থের 'সূচিপত্র'টি এরূপ : মধুসূদনের বিশ্ব, মধুসূদন ও হেক্টর-বধ, মধুসূদন ও কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন ও সিংহলবিজয়, মধুসূদন ও ওভিদ, মধুসূদন ও গ্রত্রার্ক, মধুসূদন ও সুলতানা রাজিয়া, মধুসূদন ও মায়াকানন, মধুসূদন ও সাহিত্যচিন্তা, ভাষাবিদ মধুসূদন এবং মধুসূদন : বঙ্গভূমির প্রতি। অর্থাৎ গ্রন্থে মোট ১১টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলো মুখ্যত তাঁর এক একটি রচনা-সম্পর্কিত ; এগুলো স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। মধুসূদনের প্রতিটি রচনার পটভূমি আছে - কবির প্রেরণা ও প্রস্তুতি, কাব্যের উৎস সন্ধান ও পরিকল্পনা, আঙ্গিক ও রীতিচিন্তা ইত্যাদি। লেখক প্রতিটি প্রবন্ধে এসব বিষয়ের সাথে পাঠককে পরিচিত করেছেন। এর সাথে মূল বিষয়ের বিবরণ এবং সমধর্মী অন্য রচনার তুলনা উপস্থাপন করেছেন। মোটামুটি এটাই মোবাশ্বের আলীর আলোচনা-পদ্ধতি। তাঁর আলোচনায় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতির মিশ্রণ আছে। কাজটি দুরূহ, বিশেষত গ্রিক, ল্যাটিন, ইতালি, ফরাসি ভাষার উৎস-উপকরণ-প্রণোদনা ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও শ্রম আবশ্যক। লেখক সেরূপ শ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য তাঁর প্রতিটি রচনা জ্ঞানগর্ভী ও সুখপাঠ্য হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের হেক্টর বধ ও সুলতানা রাজিয়া অসম্পূর্ণ রচনা, আর সিংহল বিজয় পরিকল্পিত খসড়া মাত্র। প্রথম প্রবন্ধে 'মেঘনাদবধ কাব্য', পঞ্চম প্রবন্ধে 'বীরাঙ্গনা কাব্য', ষষ্ঠ প্রবন্ধে 'চতুর্দশ পদাবলী' ও শেষের তিনটি প্রবন্ধে কবি-মানস, ভাব-ভাষা সম্পর্কে মিশ্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়াকানন' মধুসূদনের পূর্ণাঙ্গ নাটক। এভাবে গ্রন্থকার মধুসূদনের রচনার ও মানস বিশ্বের একটা সমগ্র রূপের আবিষ্কার ও পরিচয় দানের প্রয়াস পেয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ-কাজে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। সাধারণভাবে সকল স্তরের পাঠক এবং বিশেষভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গ্রন্থপাঠে প্রভূত উপকৃত হবেন। রুচিশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদসহ গ্রন্থের প্রকাশনার মান ভাল। বানান ও ব্যাকরণগত তেমন ভুল আমার চোখে পড়েনি। আমি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ওয়াকিল আহমদ*

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা